310

NATIONAL ARCHIVES

310
DĀS (Nagendranāth)
Dīneśera śeṣa.
Kalikāta: N. Dāsa, [1931?].
12 p. 19 cm.
The title poem and a short story 'Dātāra bipada'.
PP Ben B 23; PIB 183/22

P.S 183/22

দীনেশের শেষ

DAS (Nagendra Nath)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

মূল্য দুই পয়সা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দীনেশের শেষ।

আবার ফাঁসীতে ঝুলিল দীনেশ সিম্‌সন হত্যাকারী,
সাধের রাঙ্গালা রহিল পড়িয়া ধরাধাম গেল ছাড়ি।
অপরাধী নাকি ছিল তিনজন সবাই পিস্তল ধারী,
সিম্‌সন হত্যা করিয়া সকলে ছুটে যায় তাড়াতাড়ি।
আত্মরক্ষার উপায় ছিল না ধরা পড়িবার ভয়,
'চালাও পিস্তল নিজ নিজ দেহে' একযোগে সবে কয়,
একযোগে তারা আত্মহত্যা করি বাঙ্গালার মহাবীর,
চলিয়া পড়িল অবনীর বুকে লুণ্ঠিত হইল শির।
জীবিত রহিল দীনেশ শুপ্ত ধরার বুকের পরে,
দুষ্টী বীরের জীবন প্রদীপ নিতে গেল চিরতরে।
তার মধ্যে কহে একজন বীর মরণ সময় যবে,
"শোন ধরাবাসি! অতি শান্ত শিষ্ট ছিনু যুবা আমি তবে।
যেদিন দেখিনু চাকার বুকেতে বেধেছে বিষম গোল,
দুরন্ত দানব করে লুটপাট বাজাইয়া চাক ঢোল;
ভীষণ দস্যুর আক্রমণে হয় হিন্দুবংশ চারখার,
নিষ্ঠুরের মত হত্যালীল চলে দিকে দিকে হাহাকার।
রক্ষা করিবারে কেহ নাহি হায়! বাঁচে যুদ্ধ যুবা শিশু,
কৃপাণের মুখে ছিন্ন ভিন্ন করে নরাধম যত পশু।
পুলিশের কর্ত্তা লোয়ান সাহেব চাকার কর্ণধার,
হিন্দুর বিপদে জানাইনু তারে টেলিফোনে সমাচার;—

রক্ষা কর প্রভু ! বিপদ সাগরে ঢাকাবাসী হিন্দু যত,
নিরীহ প্রজার দুর্দশা অশেষ দস্যুকরে অগণিত।
তোমার কৃপায় উদ্ধার উপায় আছে মাত্র জানি সার,
হিন্দু জাতির ধন প্রাণ মান তুমি নাও রক্ষা ভার।
শাসকের বেশে এসেছ এদেশে তবে কেন চুপ্‌চাপ্‌,
তোমার শাসন ব্যবস্থার গুণে ছাড়িব না মোরা হাঁফ ?
শুনিল লোমান্‌ কাঁদিল না প্রাণ চিত্ত নাহি টলে তার,
এতটুকু ব্যথা লাগিল না বুকে—শাসক চমৎকার।
হাসিল লোমান দানব-সমান উচ্চকণ্ঠে তুলি রোল,
'হিন্দু টোমরা ? বোলো একবার বন্দে মাটরম্‌ বোল।
বন্দেমাটরম্‌ রক্ষা করিবে চালাও স্বদেশী জোরে,
তার কিবা বাবু ! উদ্ধার পাইবে, যাবে না যমের দোরে।'
উঠিল গুমরিয়া চমকিয়া উঠি ক্রোধে কাঁপে সারা অঙ্গ,
শাসক করিবে তারও রক্ষার আইন-কানুন ভঙ্গ ?
পরাধীন বলে' এত অবিচার হায়রে দুর্ভাগা দেশ !
ক্রোধের আগুন জ্বলিল আমার লোমান্‌ করিব শেষ।
লোমান্‌-শবের খুঁকেতে নাচিব সয়তান হয়ে আজি,
হিংসার আশ্রয় করিয়া গ্রহণ শিখিল ধরিনু রাগে।
আমিই করেছি লোমান্‌-নিধন রুধিরে করেছি স্নান,
মুছিয়া ফেলেছি চিহ্নটী তাহার চিরতরে অবসান।
আরো ছিল যার অবিচারী যত বিনাশিব ধরা পরে,
তাহাই মরিল পাপী সিম্‌সন আজিও আমার করে।"
ফুরাইল কথা পরলোকে বীর সখী সনে গেল চলে',
জীবিত রহিল বীরেশ শুধু পাপ পূর্ণ ধরাতলে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আত্মহত্যা করি মৃত্যু হ'বে তার বিধির-বিধান নহে,
ফাঁসীর দড়ীতে ঝুলিয়া যুবক মানব-শাসন সহে।
একে একে যায় ভারতের বীর সমুন্নত করি শির,
হে ভারতবাসি! মুছ ইতে শুধ তোমাদেরি অশ্রুনীর
তোমাদেরি তরে কেঁদে ওঠে প্রাণ তাই করে ওরা দান,
অমূল্য জীবন যৌবনের সুখ হাসিমুখে বলিদান।
বলে যায় ওরা ঘুমন্ত জাতিরে আপনারে করি শেষ,
'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে আমার দেশ।'
জাগো জাগো জাগো ঘুমায়োনা আর অলসতা পরিহর,
পরাধীন জানা কতকাল সবে মুক্তির উপায় কর।
হিংসার আশ্রয় কভু ভাল নয় মহাত্মার নীতি ধরি,
অহিংসা-সংগ্রাম চালাও গৌরবে মরণ বরণ করি।
অর্জন কর বীরত্ব খ্যাতি প্রদীপ্ত ভাস্কর সম,
উদ্ভাও জাতির বিজয় নিশান ঘুচে যাবে দুঃখ তমঃ।

———

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দাতার বিপদ।

(১)

অনিলবরণ একজন তরুণ জমিদার। উত্তরে শিখরপুরের সন্নিহিত বিশাল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তিনি। যুবক অবিবাহিত। সম্প্রতি তিনি দেশ মধ্যে দাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যুবক জমিদারী সংক্রান্ত অফিস-গৃহে বসিয়া খাতা-পত্র দেখিতেছেন—দারবান খবর দিল, বাবু! একজন মেয়েলোক আপনার সাক্ষাৎ চান।

অনিলবরণ বলিলেন, তাঁকে নিয়ে এস।

দারবান প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে একজন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা রমণীকে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল।

অনিলবরণ আগন্তুকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ধূসরের কাপড় জড়ানো—মুখখানি ঘোমটায় ঢাকা—হস্ত দুইখানি পর্য্যন্ত বসনের মধ্যে লুক্কায়িত। দুর্ভিক্ষের দারুণ পীড়নে পতিত হইল কেবলমাত্র রমণীর দুইখানি শুধে আলতা রঙের চরণ। সেই চরণ দুইখানি এমন সুন্দর মিটোল যে দেখিলেই কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা বলিয়াই অনুমান হয়।

অনিলবরণ বলিলেন, আপনি কি জন্য এসেছেন?

রমণী কোন কথা বলিল না। শুধু বসনের মধ্য হইতে দুইখানি বলিত হস্ত পাতিয়া দাঁড়াইল।

অনিলবরণ বলিলেন, আপনি কি চান—কেন চান, আমাকে বলুন।

রমণী বিস্ময়। ঠিক যেন মোমের পুতুলের মত নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। অনিলবরণ বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রেমিকাবে কত স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার কাছে দান গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কত দুঃখের কথা বলিয়াছে—কত কাঁদিয়াছে—কত অনুনয় করিয়াছে। কিন্তু এ রমণী একটীও কথা বলিতে চাহে না কেন? তবে কি বোবা কিম্বা কোন বিপন্ন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা বলিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিতেছে না? যদি তাও না হয়, ব্যবসাদারীও ত হইতে পারে। অনিলবরণ বিষম সমস্যার মধ্যে পতিত হইলেন। যুবক পুনরায় বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াও হতাশ হইয়া বলিলেন, ব্যাপার কি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কি বিপদ—কি অভাব আমাকে কিছুই বলছেন না। এ অবস্থায় আমি যদি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত জানতে ইচ্ছা করি, আপত্তি আছে কি?

রমণী বস্ত্রমধ্য হইতে হস্তদ্বয় টানিতে লাগিল কেন, বলিয়া জানাইয়াই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—অনিলবরণ তাহার অনুসরণ করিলেন।

(২)

হাটপথে এ রাস্তা সে রাস্তা এ গলি সে গলি পার হইয়া একটী অতি ক্ষুদ্র খোলার বাড়ীতে রমণী প্রবেশ করিল। অনিলবরণ বাড়ীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা রমণী মাথার কাপড় তুলিয়া ফেলিয়া মধুরবচনে বলিল, এস বাবা! বাড়ীর মধ্যে এস।

অনিলবরণ চমকাইয়া উঠিলেন। বিধবা হইলেও যাহা রমণী অপূর্ব সুন্দরী। এখনও পরিপূর্ণ যৌবনের তরঙ্গমালা তাঁহার মুখের উপর নৃত্য করিতেছে। কি উজ্জ্বল তাঁহার নয়নের তারকা দুটী। রমণীর কণ্ঠস্বরে যেন বীণার ঝঙ্কার হইল। অনিলবরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কে এই রমণী?

রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিলবরণ দেখিলেন, তক্তাপোষের উপর শয্যায় শায়িতা একজন রুগ্না বয়স্থা বালিকা। কিন্তু ঠিক যেন একটী ফুটন্ত গোলাপফুল। বাসী হইলে যেমন সে ফুল ঈষৎ মলিন হইয়া যায়, বালিকা সেই অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তক্তাপোষের পাশে বালিকার মাথার কাছে একখানি চেয়ার ছিল। রমণী অনিলবরণকে সেই চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

অনিলবরণ চেয়ারে বসিলে রমণী তাড়াতাড়ি শয্যায় শায়িতা বালিকার কপালে হস্তার্পণ করিলেন। "ঊঃ! কি ভয়ানক গরম! রমণী আবেগভরে ডাকিলেন, সুনীলা! সুনীলা!

সুনীলার চৈতন্য হইল না। রমণী অনিলবরণকে বলিলেন, দেখ ত বাবা! আমার মেয়েটার কপালে হাত দিয়ে। অনেকক্ষণ অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে আছে।

অনিলবরণ সুনীলার মাথায় হস্তস্পর্শ করিয়াই চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! এ যে আগুনের হাঁড়ি জ্বলছে। মাথায় জল বাতাস করুন।

রমণী সুনীলার মাথায় জল বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, বড় ডিসপেপ্সিয়ায় ভুগ্‌ছি বাবা। চিকিৎসার অভাবে মেয়েটাকে হারাতে বসেছি।

অনিলবরণ বলিলেন, আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছি, আপনি চিন্তা করবেন না।

এতক্ষণ পরে সুনীলার চৈতন্য হইল। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। অনিলবরণের পরম সুন্দর মুখের দিকে সুনীলা দৃষ্টিপাত করিল, একবার—দুইবার—তিনবার। তাহার পর, যুবকের সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্য করিয়া একেবারে বোমা ফাটার মত লাফাইয়া উঠিয়া সুনীলা রুদ্ধস্বরে বলিল, কে এ লোকটা?

রমণী থতমত খাইয়া বলিলেন, ইনি একজন জমিদার সুনীলা! অসম্মান করো না।

সুনীলা বলিল, মাগো! এখনও দেশের লোক বিলিতি কাপড় পরে? বলিয়াই পুনরায় অচৈতন্য হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

এত বড় অপমানটা জমিদার অনিলবরণকে কেহ কোন দিন করে নাই। সুনীলার কথাগুলি অনিলবরণের বুকে যেন তীরের খোঁচার ন্যায় বিদ্ধ হইল। দাতা অনিলবরণের এইখানেই একটু গলদ ছিল। তিনি খদ্দর পরিতেন না—স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার ধারণা ও ছুটো জিনিষ ব্যবহার করিলেই গবর্ণমেণ্টের বিষ নজরে পতিত হইতে হইবে।

হাজার হউক একজন জমিদার এবং উপকার করিতে আসিয়াছেন। সুনীলার রূঢ় আচরণে রমণী বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলেন। তিনি যুবককে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বাবা! রাগ করো না। আমার মেয়ে গোঁড়া স্বদেশী। বিলিতি কাপড় পরা লোকদের ও দুচক্ষে দেখতে পারে না।

অনিলবরণ নতমস্তকে বলিলেন, আমারই ত অপরাধ! সে যাক, আর বিলম্ব করা চলে না—আমি এখনই ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

(৩)

অনেক মত অর্থ ব্যয় করিয়া বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া অনিলবরণ সুশীলাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। কিছুদিনের মধ্যে সুন্দরীর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে যুবক অনিলবরণেরও একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি এখন খদ্দর পরিহিত যেন স্বদেশী দলের একজন গোঁড়া পাণ্ডা হইয়া বসিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া স্বদেশী দলে ঢুকিয়া স্বদেশের বিষয় চর্চ্চা করিতে করিতে সুশীলা এমনি উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছিল যে আহার নিদ্রার কথা পর্য্যন্ত অনেক সময় ভুলিয়া যাইত। একটা গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ করিয়া সুন্দরী এখন সব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, যাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই মহাবিপদের সম্ভাবনা। অবশ্য তাহার জননীও সে কার্য্যে পূর্ণভাবেই নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের অবস্থা এককালে বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু কালের ঘাত প্রতিঘাতে আজ তাহারা অনন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হইয়াছে—তাহাদের সে গুপ্ত সমিতিও বর্ত্তমানে অচল হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং সুশীলার মত একজন স্বদেশ হিতৈষিণী তেজস্বিনী মহিলার সংসর্গে আসিয়া অনিলবরণের যে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। এমনিভাবে কত লোকই তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছে। রাজকন্যার মত অনন্ত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী সুশীলার মধ্যে এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যে অত যুবক অনিলবরণের মত কত তাহার নিকট অবনত!

দুই চারি মাস কাটিয়া গেল। এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনিলবরণের প্রাণে যে আশা আকাঙ্খা

জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা হৃদ্দমনীয়। যুবক সুনীলাকে ভালবাসিয়াছেন। সুনীলাকে বিবাহ করিতে না পারিলে যে তাঁহার জীবন মরুভূমি সদৃশ হইবে, এ ধারণা তিনি সর্ব্বক্ষণই করিয়া থাকেন।

একদিন একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনিলবরণ সুনীলাকে বলিলেন, আচ্ছা সুনীলা! আমি নাকি দাতা?

সুনীলা বলিল, কে অস্বীকার কর্‌বে? আপনি দাতা শিরোমণি।

অনিলবরণ বলিলেন, মিথ্যাকথা! আজ আমি ভিখারী।

সুনীলা বলিল, আপনার আবার কিসের অভাব যে ভিক্ষা কর্‌বেন?

অনিলবরণ বলিলেন, সে অভাবের তুলনা নাই। তারই জন্য আমি কাঙ্গাল।

সুনীলা বলিল, কি সে অভাব? কার কাছে তা প্রার্থনা কর্‌লে পূর্ণ হ'তে পারে, জান্‌তে পারি কি?

অনিলবরণ বলিলেন, তুমিই সে অভাব পূরণ কর্‌তে পারো। আমি ভিখারী ভিক্ষা দাও। বলিয়াই সুনীলার সম্মুখে দুইটী হস্ত পাতিলেন।

সুনীলা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার মত দীনা রমণীর কাছে আপনার মত লোকের ভিক্ষা চাওয়া বিদ্রূপ হ'তে পারে।

অনিলবরণ সুনীলার একখানি হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, না সুনীলা! তোমার কাছে অমূল্য মাণিক আছে, আমাকে তা দান কর। আমি কৃতার্থ হ'ব।

সুনীলা বলিল, আমি আপনার কাছে ঋণী। আপনাকে দান কর্‌বো, এত বড় স্পর্দ্ধা আমার কোন দিন হ'বে না। তবে আমার মধ্যে যদি এমন কোন জিনিষের সন্ধান পেয়ে থাকেন, যা আপনার নিকট অমূল্য তা নিজের বলেই ভাব্‌তে পারেন।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

অনিলবরণ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। যুবক আনন্দে আত্মহারা হইয়া আবেগভরে বলিলেন, সুশীলা। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার মধ্যে যা কিছু দেখ্‌তে পাই, আমার নিকট তা মূল্য মাণিক। তাতে যদি আমার পূর্ণ অধিকার থাকে, আমি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু কতদিনে এর একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হ'বে?

সুশীলা হাসিয়া বলিল, অধিকার যখন সাব্যস্ত হয়েছে, তখন পাকাপাকি ত হ'য়েই গেছে।

অনিলবরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সুশীলাও সেই সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে সুশীলার দুইখানি হাত মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া অনিলবরণ বলিলেন, তবে সেই বল সুশীলা! তুমি আমার!

সুশীলা অনিলবরণের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বলিল, জন্ম জন্ম আমি আপনার—আপনি আমার—আমার—আমার!

(৪)

অনিলবরণকে সঙ্গে করিয়া একটা গুপ্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া সুশীলা বলিল, এইখানে আমাদের গুপ্ত সমিতি ছিল। সমিতির সভ্যরা কেউ ফাঁসিতে ঝুলেছে—কেউ দ্বীপান্তরে গিয়েছে—কেউ বন্দী বা অন্তরীণে আবদ্ধ হয়েছে। আছি মাত্র কেবল আমি আর আমার মা। এ স্থানের সন্ধান এখনও পুলিসের অগোচরে। দেওয়াল-গাত্রে যে সমস্ত ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছেন, ভাল করে' দেখুন, পরাধীন জাতির কি দুর্দ্দশা! এই সমস্ত জেনে শুনেও আপনি মোহমত্ত হ'য়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চান?

অনিলবরণ বলিলেন, আমি যে তোমাকে ভালবেসেছি সুনীলা।

সুনীলা বলিল, আমিও আপনাকে ভালবেসেছি। কিন্তু রঙ্গরসে কাল কাটানর সময় অতীত হ'য়ে গেছে। জগতের কাছে একটা অতি বড় পরাধীন জাতি বলে' নিজেদের পরিচয় দিয়ে ও উৎসব কি যুবক যুবতীর এখনও শোভা পায়? যদি আপনার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে, পারবেন কি আপনি এই গুপ্ত সমিতির ভার গ্রহণ করে' নূতন করে' পরিচালনা করতে?

অনিলবরণ সভয়ে বলিলেন, এ যে হিংসার পথ! অহিংসার পথে থেকেও ত দেশের মুক্তির উপায় করা যায়। তাই চল না, আমরা সেই পথে গিয়ে দেশের কাজে লাগি আর গরীব দুঃখীদের জন্য আমাদের ধন-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করি। সেইটাই কি ভাল কাজ হ'বে না?

সুনীলা বলিল, যে পথ আমি বেছে নিয়েছি, তা আমি পরিত্যাগ করবো না। অহিংসার পথে কোন দেশ কখনো স্বাধীন হ'য়েছে, শুনিনি। গরীব দুঃখীর জন্য আপনার অগাধ ঐশ্বর্য্য দুহাতে বিলিয়ে দেবেন সত্য কিন্তু তাতে দরিদ্রের ক্ষুধা মিটবে না। স্বাধীনতা চাই! নতুবা আমাদের দুঃখ কোন কালে ঘুচবে না। স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে আমি এই পথই শ্রেয়ঃ বলে' মনে করি। আমি জানতে চাই, আপনি এর ভার গ্রহণ করতে পারবেন কি না?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুনীলার জননী যেন আগুনের হল্কার মত সেই-স্থানে উপস্থিত হইলেন। সিংহিনীর মত তাঁহার নয়নের তারকা দুটী ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। রমণী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, পারবে না বাবা! এত কাপুরুষ হ'য়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছ? যুবক তোমরা!—তোমরা যদি ভয় পাও, বৃদ্ধেরা কখনো দেশোদ্ধার করতে পারবে না। তাদের রক্তের তেজ নেই, তাই তারা লাঠির উপর ভর দিয়ে অহিংসার পথ বেছে

নিয়েছে। তবে দেখ, ইতালী, আয়র্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ কেমন করে' স্বাধীন হয়েছে। বুকে সাহস ধর—বীরত্ব দেখাও—মরণকে হাসিমুখে বরণ কর। আমি আমার পুত্র দিয়েছি—সে হাসিমুখে ফাঁসিতে ঝুলেছে। কিন্তু আমার তাতে একটুও দুঃখ নেই।

অনিলবরণের বুক ধক্ ধক্ করিতে লাগিল—আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর এই নারী!

যুবক কম্পিতকণ্ঠে রমণীর কথার উত্তর দিলেন, আপনি মা হ'য়ে কেমন করে' তা পারলেন?

রমণী বলিলেন, কেন পারবো না বাবা! সন্তান যদি এ কাজ করে' সুখ পায়—হাসতে হাসতে মরতে পারে—মায়ের কি আহ্লাদ হয় না?

অনিলবরণের সমস্ত স্নেহ জমাট হইয়া গেল। নিজের পুত্র কন্যাকে এই সমস্ত ভয়ানক কার্য্যে নিযুক্ত দেখে যা আহ্লাদ করে—উৎসাহ দেয়?

সুনীলা গোটা দুই বোমার গোলা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, আমিও যাব একদিন এই নিয়ে ধ্বংসলীলা কর্‌তে। তারপর মনের আনন্দে ফাঁসিতে ঝুলবো।

অনিলবরণের প্রাণপাখী যেন উড়িয়া গেল। ভীত কম্পিত কণ্ঠে যুবক বলিলেন, বল কি! তবে কি তুমি আমার সব আশা—

সুনীলা বলিল, তুচ্ছ জন্য আমি আপনার কিন্তু মিলনের আশা স্বাধীন দেশে।

রমণী বলিলেন, ও কি বাবা! অত কাঁপ্‌ছো কেন?

অনিলবরণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, রমণী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

সমাপ্ত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত

অত্যাশ্চার্য্য ঘটনাবহুল অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস

১। **বঙ্গের বীরকুমার** বঙ্গের যুবরাজ বিজয়সিংহের অদ্ভুত কাহিনী পাঠ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একাকী নিরস্ত্র নিঃসম্বল এ যুবরাজ অসংখ্য পরাক্রমশালী মগধীশের অধিপতিকে বিপর্য্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। দেশবাসী আতঙ্কায় হইয়া পড়িয়াছে—কোটী কোটী লোকের চক্ষের সম্মুখে অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া চৌর্য্যক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন অথচ কেহই তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না—কি অদ্ভুত লীলা! যেন বায়োস্কোপের ছবির মত মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া দেখিতে হয়—কি হয়—কি হয় এই ধরে—এই ধরে, যেন আলেয়ার আলোর মত কোথায় লুকাইয়া যায়। পড়ুন, স্বদেশী বীরের কীর্ত্তি কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হউন। সচ্চরিত্র, উদার হৃদয়, পরম ধার্ম্মিক ভক্তবৎসল বঙ্গের যুবরাজের কাহিনী পাঠ করিলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইয়া পড়ে। এই পুস্তকে আরও অনেক মধুর চিত্র ও চরিত্র আছে। মূল্য সামান্য—বারো আনা মাত্র

২। **সমর-সঙ্গিনী**। বীরকুমারের চরিত্রের পরবর্ত্তী ঘটনা। ইহাতে সেনাপতি-তনয়া সুধাময়ীর তেজস্বিতা ও মধুর চরিত্র বর্ণন করিয়া মুগ্ধ হইবেন। ইহার মূল্যও বারো আনা।

৩। **রণরঙ্গিনী ও প্রতিজ্ঞা পালন**। (একত্র) এই দুই খানি পুস্তক সমর-সঙ্গিনীর পরবর্ত্তী অংশ। অদ্ভুত উপায়ে বঙ্গের যুবরাজ কর্ত্তৃক রাজকন্যা সুবর্ণলতা হরণ। বৃহৎ আকার—মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

উপরোক্ত তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে লইলে আড়াই টাকায় পাইবেন। ভিঃ পিঃতে লইলে ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান—

এন, এন, দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৪ দীননাথ সিংহ লেন, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

স্বয়ম্বরা

হাসির হল্লা! নবরসের ফোয়ারা! সৌন্দর্য্যের ছটা। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে হাসিতে হাসিতে গড়াইতে গড়াইতে নর্দ্দামায় গিয়া চিৎপাত হইলেও হাসি থামিবে না।

মূল্য এক টাকা। ভিঃ পিঃতে পাঁচ সিকা।

বেকার সমস্যার সমাধান।

কম অভাবে যাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের আনন্দ উপভোগ করুন। যেখানে বাঙ্গালী—যেখানে জনতা—সেইখানে দাঁড়াইয়া এই পুস্তকের কবিতাটী উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিলে যথেষ্ট পুস্তক বিক্রয় হইয়া থাকে। বহু শিক্ষিত অনুসন্ধান এই কার্য্য করিয়া প্রতিদিন তিন চারি টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন ইহা কি সুখের বিষয় নহে। গোলামি করিয়া আত্মরক্ষা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করুন।

এই পুস্তকের পাইকারী দর প্রতি শত এক টাকা বার আনা। ভিঃ পিঃতে একশত পুস্তক দুই টাকা পড়িবে। অধিক পুস্তকের জন্য চুক্তি দর স্বতন্ত্র। রেল পার্শেলে লইতে হইলে তিন টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে মাল পাঠানো হয় না। নাম ধাম স্পষ্ট লেখা চাই। রিপ্লাই কার্ড ব্যতীত পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তিস্থান—

এস, এন, দাস ব্রাদার্স

৪ দীননাথ মিত্র লেন, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হাদুবাবুর বাজারের দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ গলি)

প্রকাশক ও প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। "আদিত্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ৪ দীননাথ মিত্র লেন, কলিকাতা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA